Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/11/2026 3:51 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/11/2026 3:51 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৮ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে! চড়ছে পারদ, শীতের মেয়াদ ফুরোতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যে

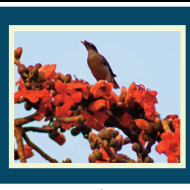

বেলডাঙায় তদন্ত করবে এনআইএ, রাজ্যের দাবি মোতাবেক স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট

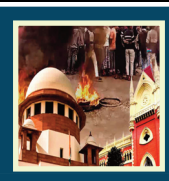

আমেরিকা আমাদের টয়লেট পেপারের মতো ব্যবহার করেছে', বললেন খোদ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীই!

হাজার কণ্ঠে কোরান পাঠ

আজই শুরু হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের নির্মাণ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বুধবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় শুরু হল বাবরি মসজিদের নির্মাণ কাজ। গত ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা করেছিলেন ভরতপুরের বিতর্কিত বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। বুধবার সকালে এই নির্মাণ কাজের সূচনার আগে রেজিনগরে আয়োজিত হয় এক বিশাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেখানে ১২০০ কণ্ঠে কোরান পাঠ করা হয়।এদিন সকালেই বেলডাঙায় পৌঁছে যান হুমায়ুন কবীর। সেখান থেকেই তিনি ঘোষণা করেন, আগামী দুই বছরের মধ্যেই মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। একইসাথে নদীয়ার পলাশি থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত এক বিশেষ 'বাবরি যাত্রা'রও সূচনা করেন তিনি। তবে এই ধর্মীয় আবহের মাঝেই রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে হুমায়ুনের বিস্ফোরক অভিযোগে। সম্প্রতি তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'চক্রান্তের সুর' অভিযোগ তুলেছেন তিনি। হুমায়ুন সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, আমার পরিবারকে টার্গেট করা হচ্ছে। এই চক্রান্ত আমি কোনও ভাবেই সহ্য করব না। এর প্রতিবাদে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ১ লক্ষ সমর্থক নিয়ে বহরমপুরে এসপি অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছেন তিনি।উল্লেখ্য, বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের এই একক সিদ্ধান্তের পরই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁকে ইতিপূর্বেই সাসপেন্ড করেছে শাসকদল। তবে তাতে দমে না গিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় থেকে জনতা উন্নয়ন পার্টির মাধ্যমে শক্তিপ্রদর্শনে নেমেছেন হুমায়ুন।

শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে

১২ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে 'ভারত বন্ধ' ডাক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) দেশজুড়ে বড়সড় অচলাবস্থার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠনগুলোর যৌথ আহ্বানে ওই দিন ২৪ ঘণ্টার ভারত বন্ধ পালিত হবে। বিতর্কিত শ্রম কোড বাতিল এবং বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সরকারি ব্যাঙ্ক, বিমা, গণপরিবহন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পরিষেবা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি, এইএমএস, এবং সিআইটিইউ-সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যৌথ মঞ্চ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের অভিযোগ, গত বছর ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে যে চারটি নতুন 'শ্রম কোড' চালু করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী। এতে চাকরির নিরাপত্তা হ্রাস পেয়েছে এবং নিয়োগকর্তাদের জন্য কর্মী ছাঁটাই সহজ করা হয়েছে। এই কোডগুলি বাতিলের পাশাপাশি মজুরি কাঠামো পুনর্গঠন এবং সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে অনড় সংগঠনগুলি। কৃষক সংগঠনগুলিও সংহতি জানানোয় গ্রামীণ ভারতেও বনধের ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ধর্মঘটে শামিল হওয়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আংশিক ব্যাহত হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, শাখা গুলোতে লেনদেন ব্যাহত হতে পারে, তবে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ও এটিএম পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করা হবে। এছাড়া রাস্তা অবরোধ ও 'চাকা জ্যাম'-এর কারণে বাস-ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে।

কেরালা, কর্ণাটক ও ওডিশার মতো রাজ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার সম্ভাবনা থাকলেও সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কেন্দ্রীয় কোনও ঘোষণা নেই।আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে হাসপাতাল, অ্যাম্বুল্যান্স, বিমানবন্দর এবং জরুরি ইউটিলিটি পরিষেবা ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখা হবে। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রশাসন সাধারণ মানুষকে আগাম প্রয়োজনীয় কাজ সেরে রাখার এবং স্থানীয় নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে।

বেলডাঙায় তদন্তে এনআইএ, রাজ্যের দাবিতে স্থগিতাদেশ না ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক বেলডাঙার সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় এনআইএ-র তদন্তের ওপর কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, তদন্ত যেমন চলছে তেমনই চলবে। তবে ইউএপিএ প্রয়োগের যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখতে এনআইএ-কে একটি মুখ বন্ধ রিপোর্টে বিস্তারিত তথ্য কলকাতা হাই কোর্টে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।শীর্ষ আদালত এদিন মামলাটি পুনরায় কলকাতা হাই কোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, এনআইএ-কে তাদের প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানাতে হবে যে এই ঘটনায় ইউএপিএ-র ১৫ নম্বর ধারা প্রয়োগের পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না। সেই রিপোর্টটি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্বাধীনভাবে খতিয়ে দেখবে এবং এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের আর্জিও শুনবে।উল্লেখ্য, গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেলডাঙা। দফায় দফায় ট্রেন ও জাতীয় সড়ক অবরোধ, ভাঙ্গচুর এবং সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করলেও জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। রাজ্য সরকার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে স্থগিতাদেশের আবেদন জানালেও এদিন তাতে সাড়া দেয়নি শীর্ষ আদালত।

সরকারি অনুষ্ঠানে গাইতেই হবে 'বন্দে মাতরম'

নয়া বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়া জামানা ডেস্ক জাতীয় সংহতি ও দেশপ্রেমের ভাবধারাকে আরও সুদৃঢ় করতে 'বন্দে মাতরম' গানটি নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে দেশের সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' গাওয়ার পরেই 'বন্দে মাতরম' পরিবেশন করতে হবে। গানটি চলাকালীন উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকেন এমন অনুষ্ঠানে তাঁর আগমন ও প্রস্থানের সময় এই গানটি বাজাতে হবে। এছাড়া পদ্ম পুরস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানেও বন্দে মাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক। তবে সাধারণ নাগরিক ও দর্শকদের স্বস্তির কথা মাথায় রেখে সিনেমা হলে এই গান বাজানো বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি।এবারের নির্দেশিকার অন্যতম ঐতিহাসিক দিক হল গানের স্তবক সংখ্যা। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস আমলে গানটির বিতর্কিত চারটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, এখন থেকে 'বন্দে মাতরম'-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ অর্থাৎ ছটি স্তবকই পরিবেশন করতে হবে। কেন্দ্রের দাবি, নাগরিকদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি এবং জাতীয় প্রতীকের প্রতি সম্মান জাগিয়ে তুলতেই এই পদক্ষেপ।উল্লেখ্য, গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেছিলেন যে, তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তুষ্টিকরণের রাজনীতি করতে গিয়ে গানের অংশবিশেষ ছেঁটে ফেলেছিল। সেই সময় এই মন্তব্য ঘিরে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সঙ্গে শাসকদলের তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত তৈরি হয়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কেন্দ্রের এই নয়া নির্দেশিকা সেই পুরনো বিতর্ককে পুনরায় উসকে দিতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/11/2026 3:51 PM Page 3

ভ্যালেন্টাইনস উইক'-এ তুঙ্গে চাহিদা এই দুই বিশেষ জিনিসের !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে বিশ্বজুড়ে ভালোবাসার দিন হিসেবে পরিচিত। তবে ভারতে এই উদ্‌যাপন এখন আর একদিনে সীমাবদ্ধ নেই;পুরো এক সপ্তাহ জুড়েই চলছে প্রেম, উপহার আর চমকের উৎসব। 'ভ্যালেন্টাইনস উইক' ঘিরে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছ্বাস যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে অনলাইন কেনাকাটার ঝড়। ই-কমার্স ও ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মগুলিতে রীতিমতো রেকর্ড ভাঙা বিক্রি হচ্ছে গোলাপ, চকোলেট, কেক ও নানা রোম্যান্টিক উপহারের।৭ ফেব্রুয়ারি 'রোজ ডে' দিয়ে শুরু। তারপর 'চকোলেট ডে', 'টেডি ডে', 'প্রমিস ডে', 'হাগ ডে';প্রতিটি দিনের আলাদা তাৎপর্য। এই সপ্তাহজুড়ে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে চমক দিতে ব্যস্ত। শহর থেকে মফস্বল; সব জায়গাতেই এখন ভালোবাসার বাজার গরম। অনলাইন ডেলিভারি সংস্থাগুলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ বছর ভ্যালেন্টাইনস উইকে বিক্রির হার আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম জোম্যাটোর দ্রুত ডেলিভারি শাখা 'ব্লিঙ্কিট'-এর সিইও অলবিন্দর ধিন্ডসা সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, ৯ ফেব্রুয়ারি 'চকোলেট ডে'-তে সংস্থাটি প্রতি মিনিটে ৪০৬টি চকোলেট বা চকোলেট বক্স ডেলিভারি

করেছে। তিনি লেখেন, এই মুহূর্তে পিক চলছে;প্রতি মিনিটে ৪০৬ চকোলেট যাচ্ছে। আগামী ১০ মিনিটে ২০ হাজারেরও বেশি চকোলেট গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে, জনপ্রিয় গিফটিং প্ল্যাটফর্ম এফএনপি জানিয়েছে, ভ্যালেন্টাইনস ডে-র আগের দিনগুলিতে তারা প্রতি মিনিটে ৩৫০টি গোলাপ ডেলিভারি করেছে। সংস্থার দাবি, এটি তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অর্ডারের রেকর্ড।শুধু ফুল বা চকোলেট নয়, ভ্যালেন্টাইনস ডে-কে ঘিরে কেকের চাহিদাও বিপুল হারে বেড়েছে। ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সুইগির সিইও রোহিত কাপুর জানান, ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত থেকেই কেকের অর্ডার হু হু করে বাড়তে শুরু করে। রাত ১০টার দিকে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্ডার আসে। তাঁর কথায়, ভারত ভালোবাসা আর সামান্য পরিকল্পনা নিয়ে ভি-ডে-কে স্বাগত জানিয়েছে। কেক পার মিনিট আজ আরও বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। প্রথমত, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক ও ভালোবাসা নিয়ে খোলামেলা মনোভাব তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান ডিসপোজেবল ইনকাম বা হাতে খরচযোগ্য আয় বেড়েছে, ফলে উপহার কেনার প্রবণতা বাড়ছে। তৃতীয়ত, ই-কমার্স সংস্থাগুলির আক্রমণাত্মক প্রচার, ডিসকাউন্ট ও 'সেম ডে ডেলিভারি'-র মতো সুবিধা এই কেনাকাটাকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।ডেটিং অ্যাপ ও সোশ্যাল মিডিয়ারও বড় ভূমিকা রয়েছে। অনলাইন সংযোগ যত বাড়ছে, ততই বেড়েছে বিশেষ দিনগুলোকে স্মরণীয় করে তোলার প্রতিযোগিতা।এই উন্মাদনা আর শুধু মেট্রো শহরে সীমাবদ্ধ নয়। টিয়ার-টু ও টিয়ার-থ্রি শহর থেকেও প্রচুর অর্ডার আসছে বলে জানিয়েছে সংস্থাগুলি। অনলাইন পেমেন্ট ও দ্রুত লজিস্টিক ব্যবস্থার ফলে দেশের প্রায় সর্বত্রই এখন 'ভ্যালেন্টাইনস উইক' পৌঁছে গেছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, এই প্রবণতা কেবল আবেগের প্রকাশ নয়, বরং ভারতের বদলে যাওয়া ক্রেতা সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি।

উৎসব এখন শুধু ধর্মীয় বা জাতীয় নয়;ব্যক্তিগত সম্পর্কও হয়ে উঠছে বড় অর্থনৈতিক ইভেন্ট।সব মিলিয়ে বলা যায়, ভারতে এখন কিউপিডের তীর শুধু হৃদয়েই নয়, বাজারেও লাগছে সমান জোরে। যদি এই ধারা বজায় থাকে, তবে আগামী বছরগুলোতে ভ্যালেন্টাইনস উইক আরও বড় আকার নেবে;আর ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে হয়তো সত্যিই আরও বড় 'লাভ ব্যাগ' প্রস্তুত রাখতে হবে।

বিরিয়ানিতে রোম থাকায় ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শহরের অন্যতম পরিচিত রেস্তোরাঁ চেন 'প্যারাডাইস'-এর সেকেন্দ্রাবাদ শাখায় বিরিয়ানির প্লেটে চুল পাওয়া যাওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শনে নেমে বৃহত্তর হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোটেলটিকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। পাশাপাশি এক সপ্তাহের মধ্যে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির ত্রুটি না মেটালে কড়া ব্যবস্থা;এমনকি সিজার ;করা হবে বলে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। জিএইচএমসি সূত্রে জানা গেছে, এক গ্রাহক বিরিয়ানি খাওয়ার সময় প্লেটে চুল দেখতে পান। তিনি বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর কর্মীদের নজরে আনেন। অভিযোগ, কর্মীরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। এমনকি কাস্টমার রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভও অভিযোগকে হালকাভাবে নেন। পরে ক্ষুব্ধ গ্রাহক সরাসরি জিএইচএমসি-র কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত পরিদর্শনে যায় জিএইচএমসি-র দল। পরিদর্শনে গিয়ে রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পচা সবজি ব্যবহারের প্রমাণ এবং সিঙ্গল-ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারের মতো একাধিক ত্রুটি ধরা পড়ে বলে দাবি আধিকারিকদের। এর জেরে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় এবং অবিলম্বে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয় শহরের আর এক জনপ্রিয় খাদ্যসংস্থা 'কেয়ার বাহার'-কেও একই পরিমাণ, অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে জিএইচএমসি।

সিলিন্ডারে কতটা গ্যাস পড়ে আছে তা কীভাবে জানবেন ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রান্নাঘরে রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, সকলেই বিরক্ত হয়ে যান। সকালের তাড়াহুড়োর সময় বা অতিথিদের আগমনের সময় এই সমস্যা বিশেষভাবে ঝামেলার। প্রায়শই, সিলিন্ডারে কতটা গ্যাস অবশিষ্ট আছে তা আমাদের জানা থাকে না। তবে সুখবর হল যে আপনি কিছু সহজ ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনার এলপিজি সিলিন্ডারে কতটা গ্যাস অবশিষ্ট আছে তা জানতে পারবেন। এর জন্য কোনও মেশিন বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এটি সবচেয়ে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। একটি ভেজা কাপড় নিন এবং সিলিন্ডারের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত এটি জড়িয়ে দিন। এক বা দুই মিনিট পরে, কাপড়টি সরিয়ে ফেলুন। সিলিন্ডারের শরীরের যে অংশে আর্দ্রতা দ্রুত শুকিয়ে যায় তা খালি অংশকে নির্দেশ করে। নীচের অংশে, যেখানে আর্দ্রতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, সেখানে গ্যাস ভরা থাকে। যেখানে সিলিন্ডার ঠান্ডা এবং ভেজা মনে

হয়, সেখানেই গ্যাস এখনও রয়েছে। প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডারের গায়ে খালি ওজন লেখা থাকে, যাকে বলা হয় টেয়ার ওয়েট। যদি আপনার ওজন করার যন্ত্র থাকে, তাহলে সিলিন্ডারটি ওজন করুন। মোট ওজন থেকে টেয়ার ওয়েট বাদ দিন।

অবশিষ্ট ওজন হবে সিলিন্ডারে থাকা গ্যাসের ওজন। একটি সাধারণ ঘরোয়া সিলিন্ডারে সাধারণত ১৪.২ কেজি গ্যাস থাকে। যদি বার্নারের শিখা আগের মতো তীব্রভাবে না জ্বলে, খাবার রান্না হতে বেশি সময় নিচ্ছে, অথবা আগুন বারবার দুর্বল হয়ে পড়ছে, তাহলে এটি গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে। যদিও এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আজকাল বাজারে ছোট ছোট গ্যাজেটও পাওয়া যায় যেগুলি সিলিন্ডারের বাইরের দিকে লাগিয়ে দিলেই কতটা গ্যাস অবশিষ্ট আছে তা জানা যায়। এই গ্যাজেটগুলি ম্যাগনেটিক বা ডিজিটাল হতে পারে।সিলিন্ডার সম্পূর্ণরূপে ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে নিয়মিত গ্যাসের স্তর পরীক্ষা করা ভাল। ভেজা কাপড়ের পদ্ধতিটি সবচেয়ে সহজ এবং নিরাপদ। এই পদ্ধতিতে আপনি কোনও খরচ ছাড়াই জানতে পারবেন যে আপনার রান্নাঘরে গ্যাস কত দিন স্থায়ী হবে।

বিচ্ছেদের কষ্ট শুধু মনে নয়, আঘাত লাগে শরীরেও !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রেমে ব্যর্থতা, বিচ্ছেদ কিংবা প্রিয় মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কষ্ট শুধু মানসিক যন্ত্রণা দেয়, তা নয়। বিজ্ঞানের মতে, হৃদয় ভাঙার যন্ত্রণা বাস্তবে শরীরেও জানান দেয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই যন্ত্রণা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক এবং এর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে আমাদের মস্তিষ্ক ও হরমোনের কাজকর্ম। হৃদয় ভাঙা শুধু আবেগের বিষয় নয়, এটি একটি বাস্তব শারীরিক অভিজ্ঞতাও বটে। তাই এই কষ্টকে গুরুত্ব দিয়েই দেখা উচিত। চিকিৎসকদের মতে, মানসিক আঘাতের সময় মস্তিষ্কের যে অংশ সক্রিয় হয়, সেই অংশই শারীরিক ব্যথা অনুভবের সময় কাজ করে। ফলে প্রেমে বিচ্ছেদের পর অনেকের বুক ব্যথা, বুক ধড়ফড়, শ্বাস নিতে অসুবিধে বা শরীর ভার লাগার মতো উপসর্গ দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলো কল্পনা নয়, বরং মস্তিষ্কের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া। একই জায়গা থেকে আসে মানসিক ও শারীরিক ব্যথা। নিউরোসায়েন্স অনুযায়ী,

মস্তিষ্কের অ্যান্টেরিয়র সিঙ্গুলেট কর্টেক্স নামের একটি অংশ মানসিক কষ্ট ও শারীরিক যন্ত্রণা-দুটোকেই একইভাবে ব্যাখ্যা করে। তাই প্রিয় মানুষের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কষ্ট শরীরেও ব্যথার মতো অনুভূত হয়। সম্পর্কে থাকার সময় শরীরে ডোপামিন, অক্সিটোসিন ও সেরোটোনিনের মতো 'ভাল লাগার হরমোন' বেশি তৈরি হয়। এগুলো সুখ ও নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। কিন্তু সম্পর্ক ভেঙে গেলে এই হরমোনগুলোর মাত্রা কমে যায় এবং বেড়ে যায় স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল। ফল হিসেবে দেখা দেয় উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা, ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তি এবং মনোযোগের অভাব। হার্টের ওপরেও পড়তে পারে প্রভাব। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন একটি সমস্যার কথা বলা হয়, যার নাম 'ব্রোকেন হার্ট সিনড্রোম'। তীব্র মানসিক ধাক্কায় হঠাৎ করে হার্টের পেশি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। উপসর্গ অনেকটা হার্ট অ্যাটাকের মতো হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি সাময়িক। তবে চিকিৎসকদের মতে, বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করা উচিত নয়। শরীরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। হৃদয় ভাঙার পর অনেকেরই ঠিকমতো ঘুম হয় না, খাওয়ার রুচি কমে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এমন চললে শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়তে পারে। চিকিৎসকদের মতে, এই সময় নিজের কষ্টকে চেপে না রেখে কাছের মানুষের সঙ্গে কথা বলা জরুরি। পর্যাপ্ত ঘুম, হালকা শরীরচর্চা ও প্রয়োজনে কাউন্সেলরের সাহায্য নিলে ধীরে ধীরে শরীর ও মন দুটোই সুস্থ হয়ে ওঠে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/11/2026 3:51 PM Page 4

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু তৃণমূল নেতার, পুলিশের গাড়ি ভাঙ্গচুর

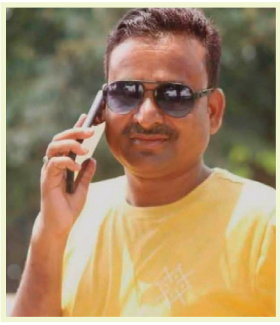

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সদর,২ ব্লক সভাপতি লুতফর রহমান। একই দুর্ঘটনায় তাঁর একমাত্র কন্যা গুরুতর আহত অবস্থায় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়, ভাঙ্গচুর করা হয় পুলিশের গাড়িও।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত আনুমানিক ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ লুতফর রহমান তাঁর ১৪ বছরের মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় জাতীয় সড়কের গোশালামোড় এলাকায় একটি ট্রাক পেছন থেকে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার ফলে মেয়েটি রাস্তায় ছিটকে পড়লেও, লুতফর রহমানসহ বাইকটিকে ট্রাকটি বেশ কিছু দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। পরে আসাম মোড় এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাকটি আটক করেন।এরপর পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক লুতফর রহমানকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর মেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ জনতা গোশালামোড় সংলগ্ন কলেজ মোড়ে পুলিশের দুটি গাড়িতে ভাঙ্গচুর চালায়। ভাঙ্গচুরের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।পুলিশ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করেছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ গোশালামোড় এলাকায় রাত ৮টার পর কোনও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে না। তাঁদের দাবি, ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতি থাকলে হয়তো এই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব ছিল। উল্লেখ্য, এর আগেও একই এলাকায় একাধিক দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে।

পদ্ম বিধায়কের গাড়ি ভাঙ্গচুর ঘিরে তরজা

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বনগাঁয় বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়ার গাড়ি ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এদিন বিকেলে গোপালনগর থানার চারাতলা এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। বিধায়কের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে।

যদিও শাসক শিবিরের দাবি, এটি বিধায়কের ওপর সাধারণ গ্রামবাসীদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।এদিন বিকেলে অশোক কীর্তনিয়ার স্ত্রী একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চারাতলা এলাকায় যাচ্ছিলেন। ওই গাড়িতে বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারের এক আত্মীয়াও ছিলেন। তবে ঘটনার সময় অশোক বাবু নিজে গাড়িতে ছিলেন না। অভিযোগ, চারাতলা মোড়ের কাছে একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ গাড়িটি আটকে দেয় এবং বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ শুরু করে। এরপরই লাঠিসোঁটা ও ইট দিয়ে গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়।ঘটনা প্রসঙ্গে অশোক কীর্তনিয়া বলেন, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গাড়ি ভাঙচুর করেছে। ওদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা ছিল। কোনও মতে প্রাণ বাঁচিয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে আসে। তিনি এই ঘটনার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র দেখ ছেন।অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বিধায়ক ভোটে জেতার পর ওই এলাকায় কোনোদিন যাননি। তিনি এসেছেন শুনে গ্রামবাসীরা কৈফিয়ত চাইতে গিয়েছিল। তখন গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা গ্রামবাসীদের গালিগালাজ করায় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনগাঁর রাজনৈতিক মহলে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোপালনগর থানার পুলিশ।

১০৪ বছরেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতা, ক্ষোভ পরিবারের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বয়স ১০৪ এর কোঠায়। এই বয়সেও নিজে ভারতের নাগরিক বলে প্রমাণ এসআইআর ক্যাম্পে ডেকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। শেষপর্যন্ত সেই প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তাঁর। কিন্তু এত বছর বয়সেও সরকারের কাছে বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার যোগ্যতা পাননি তিনি। নিজের অধিকার নিয়ে এতদিনে তিনি কিছুটা সরব হয়েছেন। আর তার পরেই ফের খবরের শিরোনামে চলে এলেন শতায়ু সেখ ইব্রাহিম। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের বত্রিশবিঘা গ্রামে। বয়স এখন ১০৪ বছরে পড়েছে। তবুও বার্ধক্য ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিতই রয়ে আছেন তিনি। জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিকরা এখন তাঁর ভাতা না পাবার বিষয়টি নিয়ে নানা অজুহাত খাড়া করছেন। বলা হচ্ছে হাতের আঙ্গুলের ছাপ না ওঠার কারনে ব্যাঙ্ক এর অ্যাকাউন্ট এবং বার্ধক্য ভাতা দুটোই আটকে আছে। তবে যে মানুষটি এত বছর পার করেও ভাতা পাননি সেই ইব্রাহিম সেখ ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। কারন ৬০ বছর বয়সের পর থেকে ৪৪ টা বছর তিনি বঞ্চিত।

জামালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক অখ্যাত গ্রাম বত্রিশবিঘা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামের আদি বাসিন্দা হলেন সেখ ইব্রাহিম। তিনি দাবি করেছেন,১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তাঁর জন্ম। সেই অনুযায়ী বর্তমানে তাঁর বয়স ১০৪ বছর। তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্যের মানুষ নানা প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু করেন। তা দেখে তিনি বার্ধক্য ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু মেলেনি ভাতা। এমনকি বার কয়েক আবেদন জানানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু হাতের আঙুল এর ছাপ না মেলায় বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত বলে দাবি তাঁর। আর সরকরি আধিকারিক থেকে শুরু করে জন প্রতিনিধি সকলেই একই কথা বলছেন। তবে অজুহাত যাই দেখানো হোক না কেন,শতায়ু পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বার্ধক্য ভাতা না পাওয়ার আক্ষেপ চেপে রাখেন নি সেখ ইব্রাহিম। তিনি বলেন,আমার গ্রামের অনেক বয়স্ক মানুষ বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন।শুধু আমারই বার্ধক্য ভাতা পাওয়া হলো না।কি আর করবো,এটাকেই আমি আমার ভবিতব্য ধরে নিয়েছি। এবিষয়ে জামালপুরের বিডিও পার্থসারথী দে বলেন, এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। কেননা, বার্ধক্য ভাতা পেতে চেয়ে আবেদন করা কোন ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপতো আমাদের লাগে না। আমাদের লাগে,নির্ভুল আবেদনপত্র, আবেদনকারীর বয়সের প্রমাণপত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য।বিডিও এও বলেন,আমার মনে হচ্ছে সেখ ইব্রাহিমের বার্ধক্য ভাতা হয়তো অনুমোদন হয়ে গেছে।কিন্তু ব্যাঙ্কিং কোনও সমস্যার কারণে উনি বার্ধক্য ভাতা হাতে পাচ্ছেন না। অন্যদিকে জামালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডল দাবি করেণ, তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন কোনও সমস্যার কারণে বৃদ্ধ সেখ ইব্রাহিম তাঁর নিজের নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন নি। আর যেহেতু উনি ওনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে পারেন নি তাই বার্ধক্য ভাতার জন্য উনি আবেদন করলেও ওনার আবেদনের বিষয়টি নির্দিষ্ট সরকারী পোর্টালে আপলোড করা যায় নি। সেই কারণেই উনি বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন না। উপ-প্রধানের এই দাবির পর সেখ ইব্রাহিমের দুই ছেলে শেখ রায়হান উদ্দিন ও শেখ বাগবুল ইসলাম জানান,তাঁদের বাবার হাতের আঙ্গুলের ছাপ উঠছে না বলে গ্রামে হওয়া শিবিরে তাঁদের বলা হয়েছিল।আঙ্গুলের ছাপ না ওঠার কারণে বাবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা যাচ্ছে না বলে তাঁদের জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। যদিও আঙ্গুলের ছাপ না ওঠার কারণে কেউ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন নি, এই যুক্তি একদমই মানতে চাননি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জামালপুরের শুঁড়েকালনা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার কৃষ্ণ নন্দন কুমার পোদ্দার।তিনি জানান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য হাতের আঙ্গুলের ছাপ লাগে না। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কেউ খুলতে চাইলে তাঁকে তাঁর সাম্প্রতিক সময়ের ফটো, ভোটার ও আধার কার্ডের তথ্য সহ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক থেকে দেওয়া ফর্ম পূরণ করে জমা করতে হয়।

অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার ৩ বাংলাদেশি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে তিন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া এবং ঘোলা থানা এলাকায় পৃথক দুটি অভিযানে তাদের পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের মধ্যে এক যুবক এবং এক দম্পতি রয়েছেন। তাঁদের কাছে বৈধ কোনও পরিচয়পত্র বা ভিসা ছিল না বলে পুলিশ সূত্রে খবর।এদিন বাদুড়িয়ার লালকুটি এলাকায় পুলিশের বিশেষ নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করেন কর্তব্যরত আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদে যুবকের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়লে তাঁকে তল্লাশি করা হয়। বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম ভবতোষ বিশ্বাস (২৬)। তিনি বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কাঁঠালিয়া পাড়া এলাকার বাসিন্দা। সীমান্ত পেরিয়ে তাঁর প্রবেশের নেপথ্যে কোনও চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।অন্যদিকে, ঘোলা থানা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম বাবু হাওলাদার ও পাখি বিবি। তাঁদের আদি বাড়ি বাংলাদেশের খুলনায়। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রায় চার বছর আগে বসিরহাটের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে এই রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা। প্রথমে নিমতা এবং পরবর্তীতে ঘোলার মুড়াগাছা এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন তাঁরা। অভিযুক্ত ব্যক্তি রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হিসেবে কাজ করতেন।ধৃতদের বারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক বাবু হাওলাদারকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন এবং তাঁর স্ত্রীকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ধৃতরা এ দেশের কোনও জাল নথিপত্র তৈরি করেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে ঘোলা থানার পুলিশ।

ছাত্র খুনে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হয়েছিল দশম শ্রেণির ছাত্রের রক্তাক্ত দেহ। সেই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজ পাসোয়ানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে তাকে জালে তোলা হয়। বুধবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ।গত শনিবার মাটিগাড়ার শিমুলতলার বাসিন্দা ওই নাবালকের নিখোঁজ হওয়ার খবর ছড়াতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরিবারের পক্ষ থেকে মাটিগাড়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলেও পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ওঠে। এরপরই মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড এবং টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে তদন্তে নামে পুলিশ।

ফোনের সূত্র ধরে প্রথমে এক নাবালককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।তদন্তে জানা যায়, শনিবার রাজ পাসোয়ান ওই ছাত্রকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সুকনার চা বাগান এলাকায় তাদের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি হয়। অভিযোগ, রাজ প্রথমে ওই ছাত্রকে মারধর করে এবং পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে। সোমবার গভীর রাতে চা বাগান থেকে দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূলে রয়েছে ত্রিকোণ প্রেম। এক তরুণীকে কেন্দ্র করে রাজ ও ওই ছাত্রের মধ্যে বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ডিসিপি রাকেশ সিং জানিয়েছেন, বান্ধবীকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা নিশ্চিত।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/11/2026 3:51 PM Page 5

পাথরা

পশ্চিম মেদিনীপুরের মন্দির গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গ্রামের যেদিকেই চোখ যাবে, দেখবেন একের পর এক মন্দির। সবকটিই বেশ পুরোনো। নান্দনিক সৌন্দর্যে অপরূপ। টেরাকোটায় অলংকৃত। অনেকগুলি মন্দির চলে গিয়েছে কংসাবতী নদীর করাল গ্রাসে। এখনও টিকে আছে ৩৪টি। নবরত্ন মন্দির, কাছারি মহল, রাসমঞ্চ, কালাচাঁদের দালান, দুর্গেশ্বর মন্দির, পঞ্চ শিব মন্দির দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।পশ্চিম মেদিনীপুরের এই গ্রামের নাম পাথরা। মেদিনীপুর শহর থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে। এখানে কয়েকটি মন্দির ২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। পাশেই নদী থাকায় পর্যটকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বেশিরভাগ মন্দির গড়ে তুলেছে ঘোষাল (পরবর্তীকালে মজুমদার) এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বিদ্যানন্দ ঘোষালের নাম। ১৮ শতকের শুরু থেকে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। চালু থাকে ১৯ শতকের আরম্ভ পর্যন্ত।মন্দিরগুলি সংরক্ষণের দায়িত্বে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ। এখনও অবধি ২০টি মন্দিরের সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় আগ্রহী ব্যক্তিরা গড়ে তুলেছেন ‘পাথরা আর্কিওলজিক্যাল প্রিজারভেশন কমিটি’ নামের একটি সংগঠন। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁরাও বেশ উদ্যোগী। বাংলার প্রায় লুপ্ত হতে চলা নিজস্ব স্থাপত্যশৈলী এভাবেই টিকে আছে পাথরায়।২৫০ বছরের পুরোনো ৪০ ফুট উঁচু নবরত্ন মন্দির চত্বরে দেখতে পাবেন একটি ছোটো আটচালা মন্দির। তিনটি আটচালা আর একটি পঞ্চরত্ন মন্দির রয়েছে কাছেই। এগুলির পিছনে দুর্গাদালান। সামান্য হাঁটলে দেখবেন আরও কয়েকটি পঞ্চরত্ন মন্দির। ৪০ ফুট উঁচু শীতলা মন্দিরটি পরিচিত বুড়িমার থান নামে। এছাড়া দেখতে পারেন সর্বমঙ্গলা, কাঁলাচাঁদ, দশমহাবিদ্যা এবং হংস মন্দির। ১৮৩২ সালে গড়ে ওঠা রাসমঞ্চে রয়েছে ৯টি ছোটো ছোটো মিনার। বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে যাঁরা কৌতূহলী, অবশ্যই ঘুরে আসুন পাথরায়। কোভিড অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ স্তিমিত হলেই বেড়িয়ে পড়ুন। কলকাতা থেকে সড়কপথে যেতে পারেন। সাড়ে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। ট্রেনে করেও পৌঁছনো যায়। কাছেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের নিজস্ব মৃত্তিকা ট্যুরিজম প্রপার্টি। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।